International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.141-148
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.141-148

ব্যবহারিক নীতিতত্ত্বের আলোকে বৃত্তি, পেশা ও পেশাগতনৈতিকতা: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

সেখ আব্দুল হালিম

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The way or method to earn is called occupation. And when a disciplined knowledge, skills, principles and values completed trough special or specific subject for taking aoccupation, then that occupation is called a profession. It is to say that, although the objective of the profession and occupation is the same, there is a clear difference between the two. In today's complex exchange-based society, even if a professional earns this livelihood, in many cases one fails to improve the quality of life. Again, even if an occupation meets the apparent needs of an individual and the society associated with that individual, sometimes it is not capable to achieve long-term well-being. The purpose of this paper is to explore how the long-term and overall well-being can be enabled in the light of professional ethics.

Keywords: জীবিকা, বৃত্তি, পেশা, রসদ, সামগ্রিক মঙ্গল, পেশাগত নৈতিকতা।

মূল প্রবন্ধঃ ‘বৃত্তি’ এবং ‘পেশা’ শব্দ দুটি সাধারণ ব্যবহারে সমার্থক বলে মনে হয়। কিন্তু যে কোন পেশাকে বৃত্তি বলা গেলেও, যে কোন বৃত্তিকে পেশা বলা যায় না। কারণ জীবিকা নির্বাহের সাধারণ উপায় বা পন্থাকে বলা হয় বৃত্তি। আর যখন কোন বৃত্তি বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, নীতিমালা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন হয়ে গ্রহণ করতে হয় তখন তাকে পেশা বলা যায়। বর্তমান জটিল আদান-প্রদান মূলক সম্পর্কে আবদ্ধ সমাজে একজন বৃত্তিজীবী জীবন ধারণের রসদ জোটাতে পারলেও তার জীবনের মান উন্নয়নের জন্য তা পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে না। আবার একটি পেশা কোন ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজের আপাত প্রয়োজন মেটালেও কখনো কখনো দীর্ঘমেয়াদী মঙ্গল সাধনে ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ অন্তঃসারশূন্য নীতিমালা পেশাদারের মধ্যে প্রকৃত মূল্যবোধ জাগরণের পরিবর্তে মেকী অভিনয়ের মাধ্যমে লোক-ঠকানোর প্রবণতা তৈরী করছে। আলোচ্য প্রবন্ধে পেশাগত নৈতিকতার প্রকৃত অনুশীলন কীভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দীর্ঘমেয়াদী এবং সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করতে পারে তার দার্শনিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

ইংরেজি ‘occupation’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল ‘বৃত্তি’। ‘বৃত্তি’ শব্দের দ্বারা জীবন ধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকে বোঝানো হয়। উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কোন বৃত্তি অবলম্বনের আবশ্যিক শর্ত নয়। যেমন- কুলি, মজুর, গৃহপরিচারিকার কাজ ইত্যাদি হল বৃত্তি। এই সকল বৃত্তির ক্ষেত্রে উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান বা প্রশিক্ষণের আবশ্যিকতা না থাকায় উক্ত বৃত্তিজীবিরা ইচ্ছে করলেই

তাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য কোনো বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্য খুব বেশী সমস্যাও হয় না। যেমন- একজন সক্ষম ভিক্ষুক খুব সহজেই ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে গৃহপরিচারিকা-বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন।

ইংরেজি 'Profession' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'পেশা'।[i] 'পেশা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল জীবিকা বা জীবন-ধারণের বিশেষ উপায় বা কাজ; যার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা বা উচ্চস্তরের শিক্ষার প্রয়োজন।[ii] অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের যেকোন উপায় বা পন্থা পেশা নয়, মানবীয় জ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখার উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে সেই জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করলে তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন, দিন-মজুর এবং ডাক্তার উভয়ের কাজই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও দিন মজুরের কাজ পেশা হিসেবে বিবেচিত হয় না, কিন্তু ডাক্তারের কাজ পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজকর্ম অভিধান (১৯৯৫) অনুযায়ী পেশা হল, একদল জনগোষ্ঠী নির্দিষ্ট সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণের জন্য অভিন্ন সাধারণ মূল্যবোধ, দক্ষতা, কৌশল, জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসরণ ও ব্যবহার করে যে কাজ করেন। মুর পেশার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যা বলেন তার বাংলা তর্জমা অনেকটা নিম্নরূপ "পেশা হলো একটি সার্বক্ষণিক কর্ম, যার উদ্দেশ্য সেবা, সহযোগীদের আলাদা পরিচিতি প্রদান, বিশেষায়িত জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার দ্বারা দায়িত্বপালনের মাধ্যমে স্বাতন্ত্রতা অর্জন।"[iii]

বিভিন্ন চিন্তাবিদের সংজ্ঞা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিশেষ কোনো বৃত্তি নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপূণ্য, মূল্যবোধ, বিশেষ নীতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলে এবং তা জনকল্যাণমুখী এবং পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হলে তাকে পেশা বলা হবে। উল্লেখ্য, কোন পেশা সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করলে তা পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করে।

উক্ত সংজ্ঞা থেকে পেশার যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে কোন একটি বৃত্তির পেশা হিসাবে মান্যতা অর্জনের শর্ত বলা যেতে পারে। পেশার মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার জন্য কোনো একটি বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যুক্ত হতে হবে বলে মনে করা হয় পেশার সেই সকল বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতামতের[iv] সমন্বয়ে পেশার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ডগুলো স্থির করা যায়:

- **তাত্ত্বিক ভিত্তি:** যেকোন পেশারই তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে এবং সে সম্বন্ধে একজন পেশাদারের সুশৃঙ্খল জ্ঞান থাকতে হয়। যে জ্ঞান অর্জন, গঠন ও বিকাশ সম্ভব এবং তা হবে প্রচারযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য। পেশাগত তাত্ত্বিক সুশৃঙ্খল জ্ঞান পেশাদার ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পালনের সক্ষমতা প্রদান করে।
- **বিশেষ দক্ষতা:** পেশাদার ব্যক্তির তাত্ত্বিক জ্ঞান ও যোগ্যতার বাস্তব প্রয়োগের জন্য বিশেষ দক্ষতা বা নৈপূণ্য অর্জন আবশ্যক। এই বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্য একটি স্বীকৃত শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই অর্জন করা সম্ভব।
- **দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা:** প্রকৃত পেশাদার ব্যক্তির দায়িত্ব পেশাগত তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বিশেষ দক্ষতাকে পেশার উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা। পেশাগত দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে আর যে বিষয়টি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত তা হল পেশাগত জবাবদিহিতা।

- **নীতিমালা ও মূল্যবোধ:** প্রতিটি পেশার কিছু নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা থাকে। সেই সকল পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালাই একটি পেশাকে অপরাপর পেশা থেকে স্বতন্ত্রতা প্রদান করে।[v]
- **পেশাগত সংগঠন:** যে কোনো পেশার পেশাগত মর্যাদা লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল পেশাগত নিয়ন্ত্রণ।[vi] পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার সামাজিক উন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ তথা সার্বিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। পেশাগত সংগঠন কোন পেশা এবং ঐ পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করে।
- **সামাজিক স্বীকৃতি:** কোনো বৃত্তি তখনই পেশার মর্যাদা লাভ করে যখন তা রাষ্ট্র বা সমাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স অথবা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে এই ধরণের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে।
- **জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা:** জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তি জনকল্যাণকে উদ্দেশ্য করে আয়ের উৎস হিসেবে তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে। যেমন— চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা—এই উভয় দিকই লক্ষ্যণীয়।
- **ঐতিহাসিক পটভূমি:** প্রায় সকল পেশারই সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক পটভূমি লক্ষ্য করা যায়। যা থেকে ঐ পেশার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিহাস গড়ে ওঠে।

সমসাময়িক কালে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ডের আলোকে কোনো বৃত্তি বা জীবিকা পেশা কি না তা নির্ধারণ করা হয়। সেজন্য এগুলিকে পেশার মানদণ্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় হল পেশা এবং বৃত্তির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকার জন্য মানব সভ্যতার প্রারম্ভিক স্তরে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের তেমন প্রয়োজন হয়নি। একটা সময় পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের জন্য সম্পাদিত যে কোনো কাজই পেশা হিসেবে বিবেচিত হতো। এমনকি বর্তমান সময়েও উন্নত দেশে পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করা সম্ভব হলেও বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো মিশ্র-অর্থনীতির দেশে সর্বক্ষেত্রে সেইরূপ পার্থক্য নির্ণয় সত্যিই দুরূহ।

পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবিকা নির্বাহের অর্থনৈতিক পন্থা হিসেবে পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য মূলত শাব্দিক অর্থে ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার আলোকে করা হয়ে থাকে। যেগুলি নিম্নরূপ হতে পারে—

- জীবনযাত্রা নির্বাহের সাধারণ উপায়কে বৃত্তি বলা হয়। আর কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দক্ষতা, নৈপূণ্য ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির বৃত্তিকে পেশা বলা হয়। আবার সুনির্দিষ্ট পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধ এক পেশাকে অন্য পেশা থেকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দেয়।
- যেকোন পেশার জন্য সেই নির্দিষ্ট পেশার নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপরপক্ষে বৃত্তিজীবির বিশেষ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই।
- সামাজিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন থাকে। কিন্তু বৃত্তির জন্য পেশাগত সংগঠন থাকার বাধ্যবাধকতা নেই।
- দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য যে কোন পেশার কিছু পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ থাকে। অন্যদিকে কোন কোন বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড বা মূল্যবোধের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও তা পরিবর্তনশীল তথা ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

- জনকল্যাণমুখীতা ও জবাবদিহিতা পেশার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হলেও বৃত্তির ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতা আবশ্যিক নয়।
- সামাজিক স্বীকৃতি পেশার অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য; কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা পায় না।
- একজন পেশাদার ইচ্ছা করলেই দ্রুত এক পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারেন না। অন্যদিকে, বৃত্তি সহজে পরিবর্তন করা যায়। যেমন- একজন চিকিৎসক ইচ্ছা করলেই অতি সহজে প্রকৌশলী হতে পারবেন না। কিন্তু একজন দিন-মজুর ইচ্ছা করলে খুব সহজেই রিক্সাচালক হতে পারবেন।
- পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশার ক্ষেত্রে অপরিহার্য; কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি অপরিহার্য নয়।

পেশা ও বৃত্তির মধ্যে উক্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও যে কোনো বৃত্তিই পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারে। তবে কোনো একটি বৃত্তি পেশায় উন্নীত হয় বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত হলে। এখন সহজেই কোন বৃত্তি গ্রহণ করা গেলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করতে পারে না। আবার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ তথা দক্ষতা নিয়ে কোন পেশা গ্রহণ করার পরও অনেকেই কর্মসন্তুষ্টি লাভ করতে পারছেন না।

বৃত্তির সীমাবদ্ধতা ও বৃত্তিজীবীর সমস্যাঃ

- উচ্চতর তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ বৃত্তি অবলম্বনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক না হওয়ার ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বৃত্তিজীবী তার কাজকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে পারেন না।
- বৃত্তির জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য না হওয়ায় অনেক বৃত্তিজীবী ঘন ঘন তাদের বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য কোনো বৃত্তি গ্রহণ করেন। ফলে এক দিকে কোন কাজেই তার বিশেষ দক্ষতা তৈরী হয় না, অন্য দিকে অপরাপর দক্ষ ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পরেন।
- বৃত্তিজীবী সব সময় তার কাজের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ীত্ব তথা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন। যার ফলে ঐ বৃত্তিজীবী যেমন বিভিন্ন সমস্যা অতিক্রম করার জন্য ওই একই কাজের সঙ্গে যুক্ত অপরাপর ব্যক্তির সহযোগিতা করতে পারেন না, তেমনই তিনি নিজেও অপরাপর ব্যক্তির সহযোগিতা পান না।
- বিশেষ দক্ষতা না থাকায় প্রাথমিক ভাবে বৃত্তিজীবির পক্ষে কাজ শুরু করার সমস্যা হয়। আবার অনেক সময় তাকে কাজ দিতে মানুষ ভরসা পান না।
- কুলি, মজুর, গৃহপরিচারিকার কাজ করে অনেকে দিন যাপন করেন ঠিকই, কিন্তু তিনি গর্বের সঙ্গে তা করেন না। আবার সমাজের স্বীকৃতি না থাকায় অনেক সময়েই বৃত্তিজীবী গোপনে কাজ করতে বাধ্য হন।
- বৃত্তিজীবী তার কাজের মাধ্যমে সমাজে নির্দিষ্ট পরিষেবা প্রদান করলেও সমাজ থেকে তিনি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের উপযুক্ত অর্থ ও সম্মান পান না।
- সামগ্রীক দক্ষতা ও মানসিক চাহিদার অভাবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে একজন বৃত্তিজীবী যতটা পরিষেবা প্রদান করতে পারতেন তার থেকে গুণগত ও পরিমাণ গত ভাবে কম পরিষেবা দিতে পারেন।

- যেকোন কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য পরিষেবা প্রদান, আর সেই পরিষেবা'ই যখন ব্যাহত হয়, তখন বৃত্তিজীবী এবং ঐ পরিষেবা গ্রহণকারী উভয়েরই অসন্তোষ উৎপন্ন হয়; যা দীর্ঘমেয়াদী ভাবে ঐ বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তিজীবী উভয়ের ক্ষতি করে।

বৃত্তিজীবির দক্ষতা, যোগ্যতা, মানসিকতা এবং ঐ বৃত্তির পদ্ধতিগত বা তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই দীর্ঘমেয়াদী উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে একথা সত্য; কিন্তু এই সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠে অর্থাৎ, পেশায় উন্নীত হলেই উক্ত সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এটা ভাবাও অতি সরলীকরণ হবে।

কেননা তাই যদি হতো তাহলে, পেশার শর্ত পূরণ করেই একজন পেশাদার তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতেন এবং এ সংক্রান্ত কোন সামাজিক সমস্যা থাকত না। পরিতাপের বিষয় তেমনটা হয় না। এখন বোঝা দরকার কেন তা হয় না—

পেশার দুর্বলতা ও পেশাদারের পরিণতিঃ

- পেশাদারগণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পেশার কিছু শর্ত পূরণ করতে গিয়ে পেশার সংজ্ঞা নির্ধারক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন। ফলস্বরূপ তিনি প্রকৃত পেশাদার হয়ে উঠতে পারেন না। বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে পেশাদার বলতে "কোন প্রকার আবেগ অনুভূতিহীন অর্থ উপার্জনকারী যন্ত্র" বোঝায়। এরূপ তথাকথিত পেশাদার দীর্ঘমেয়াদী ভাবে সফল হতে পারেন না।
- তথাকথিত পেশাদার কেবল অর্থ উপার্জনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তার ফলে পরিষেবা ব্যাহত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পেশাদারের প্রতি মানুষের ভরসা কমতে থাকে।
- একদিকে লক্ষ্য পূরণের চাপ, অন্য দিকে ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার দ্বন্দ্বে অনেক ক্ষেত্রেই পেশাদারগণ তাদের কাজে কোন প্রকার সন্তুষ্টি খুঁজে পান না।
- পেশার শর্ত হিসাবে দক্ষতা, ধারবাহিকতা ও নিয়মানুবর্তিতা বহুল ভাবে সমাদৃত হলেও পেশাদারগণ অতিরিক্ত অর্থলিপ্সার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অ-সততার কাছে আপোষ করতে বাধ্য হন।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পেশাদারগণ তার পেশা ও ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের লাভালাভকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে উপভোক্তা বঞ্চিত হতে থাকে।

উক্ত আলোচনা থেকে যে সত্য উদ্ঘাটিত হয় তা বেশীরভাগ পেশাদারের বাস্তব অবস্থা। এখন প্রশ্ন হল, কোন পেশার প্রায় সকল পেশাগত-শর্ত পূরণ করার পরও একজন পেশাদার তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারছেন না কেন? এবং পরিষেবা সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? এখন দেখা দরকার উক্ত প্রশ্নের সমাধানরূপ উত্তর পেশাগত নীতিবিদ্যা দিতে পারে কি না—

পেশাগত নৈতিকতা ও সম্ভাবনাঃ ইংরেজি 'Professional ethics' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় 'পেশাগত নীতিবিদ্যা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাবসা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আগত নৈতিক সমস্যা নিরসন-কল্পে নীতিবিদ্যার প্রয়োগকে সাধারণ ভাবে পেশাগত নীতিবিদ্যা বলা হয়ে থাকে।[vii]

বস্তুতঃ প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বসমূহের স্বরূপ উপলব্ধি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছতা আনে। যা বিভিন্ন পেশায় উদ্ভুত নৈতিক সমস্যা সমাধানের দার্শনিক দিশা নির্দেশ করে। ফলে বাণিজ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উদ্ভুত অথচ ঐ বিষয়গত নয় এমন ধরণের সমস্যারও সমাধান সম্ভব হয়।[viii] যেমন—

- সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, পেশাদার হওয়ার সঙ্গে নৈতিক হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই এবং পেশাদার হলে নৈতিক হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু আদর্শ ধারণা অনুযায়ী কোন পেশার সকল শর্ত নৈতিকতার সঙ্গে পালন করলেই একজন ব্যক্তি প্রকৃত পেশাদার হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ পেশাগত নীতিবিদ্যার অনুশীলনই একজন তথাকথিত পেশাদারকে প্রকৃত পেশাদারে পরিণত করে।
- উপভোক্তা, পরামর্শদাতা, প্রতিযোগী এবং ঠিকাদারের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা, উপভোক্তা বা উপভোক্তার ঠিকাদারের বা অন্যান্যদের আইনগত অভিযোগ করার অধিকার সুনিশ্চিত করা—এই বিষয়ক সমস্যাগুলি কেবল পেশাগত দক্ষতা দ্বারা সমাধান করা যায় না। পেশাগত নীতিবিদ্যা এক্ষেত্রে দিশারী হতে পারে।

পেশাগত নৈতিকতার ধারণা অনুযায়ী পেশাদারের কিছু নৈতিক দায়িত্ব থাকে, যেগুলিকে পেশাগত দায়িত্ব বলা হয়। পেশাগত দায়িত্ব হল সেই বৈধ পেশাদার অনুশীলন যেখানে নিয়ম মেনেস্বার্থের দ্বন্দ্ব , পরিহার করে উপভোক্তার স্বার্থকে নিজের স্বার্থের উর্দ্ধে রাখা হয়।

- পেশাগত নৈতিকতা অনুশীলনকারী পেশাদার পেশার প্রতি দ্বায়বদ্ধতা নির্বাহের জন্য পেশার উপকরণের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবেন, পেশার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করবেন, পেশার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ঐ পেশার সাথে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির সাহায্য করবেন, কর্ম সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের চেষ্টা করবেন, পেশার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। আর এরূপ পেশাদার ব্যক্তি একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষের বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারেন, অন্য দিকে ওই পেশার শ্রীবৃদ্ধির ফলে তার নিজেরও উত্তরণ ঘটবে।
- পেশাগত নৈতিকতা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের প্রতি দায়বদ্ধতা নির্বাহের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি মান্য করবেন, প্রতিষ্ঠান এবং উপভোক্তার মধ্যে সেতু বন্ধন করার চেষ্টা করবেন, উভয়কে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত তথ্য পরিবেশন করবেন, কার্যকরী ভাবে বিভিন্ন নীতি বা পরিকল্পনার প্রয়োগ করবেন। এরূপ পেশাদার ব্যক্তি যেকোন প্রতিষ্ঠানের সম্পদ।
- পেশাগত নৈতিকতা অনুযায়ী সমাজের প্রতি দ্বায়বদ্ধতা দেখানোর জন্য প্রকৃত পেশাদার ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, পেশার প্রতি জনগণের বিশ্বাসকে রক্ষা করবেন, সমাজকে বিপজ্জনক অভ্যাস থেকে রক্ষা করবেন। এর ফলে সমাজে ঐ পেশাদারের নির্ভরযোগ্যতা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।
- সর্বোপরি নিজের প্রতি দায়িত্ব নির্বাহের জন্য তিনি শারীরিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন, মানসিক প্রশান্তি বাড়ানোর চেষ্টা করবেন, সামাজিক সম্পর্কের দৃঢ়তা বাড়ানো এবং নিজের ও অন্যদের আবেগের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করবেন, দ্বন্দ্বের নিরসন করার চেষ্টা করবেন, সাফল্যের হার বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। এরূপ পেশাগত নৈতিকতা অনুশীলনকারী পেশাদারের যেমন আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে, তেমনই পারিবারিক শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে।

উক্ত দ্বায়বদ্ধতা দেখানোর মাধ্যমে যেমন একজন পেশাদার প্রকৃত পেশাদার হয়ে উঠেন, তেমনই বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তিগত তথা নৈতিক সমস্যা নিরসন ঘটাতে পারেন। আবার উক্ত দ্বায়বদ্ধতা দেখানোর মাধ্যমে একজন বৃত্তিজীবীও তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে প্রকৃত পরিষেবা প্রদানকারী রূপে নিজের ও সমাজের উত্তরণ ঘটাতে পারেন।

যেমন অকপটতা, স্বচ্ছতা, বাস্তব বোধ সম্পন্নতা, পক্ষপাতহীনতা, বিশ্বস্ততা, সহযোগী মনোভাবাপন্ন হওয়া, উদ্দেশ্য ভিত্তিক হওয়া—এগুলি একজন পেশাদারের বৈশিষ্ট্য রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু যেকোন বৃত্তিজীবী এগুলি অনুশীলন করতেই পারেন। আর তাতে ঐ বৃত্তিজীবী এবং সমাজ উভয়ই উপকৃত হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধরণ এবং শর্তাবলী পরিবর্তীত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বৃত্তিজীবির মানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি; কিন্তু যেকোন পরিষেবার মান এবং সেই পরিষেবা প্রদানকারীর আচরণ কেমন হবে সে বিষয়ে মানুষের প্রত্যাশার পরিবর্তন প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। আর সেই প্রত্যাশা পূরণের দক্ষতা অর্জনের অবকাশ না থাকায় সাধারণ বৃত্তিজীবী তার শ্রম ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপার্জন করতে পারছেন না। ফলে অনেকের দিনাতিপাত হলেও তার জীবনের মান উন্নয়ন হচ্ছে না।

অন্য দিকে সাধারণ মানুষ পেশাদারিত্ব পছন্দ করলেও পেশাদারিত্বের যান্ত্রিক অভিনয় বেশীদিন গ্রহণ করতে পারে না। তাই পেশাদারগণ কোন ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত সমাজের আপাত প্রয়োজন মেটাতে পারলেও দীর্ঘমেয়াদী মঙ্গল সাধনে ব্যর্থ হচ্ছেন। পেশাগত নৈতিকতার ধারণা অনুযায়ী অসৎ অনুশীলনই উক্ত সমস্যার কারণ। আর নৈতিক অনুশীলনই সেই সমস্যা সমাধানের উপায়।

বস্তুতঃ কী পেশাদার, কী বৃত্তিজীবী সকলেই তাদের তাৎক্ষণিক লাভালাভকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, যার ফলে পেশাদারের যেমন অধঃপতন ঘটে, তেমনই বৃত্তিজীবির উত্তরণ ঘটে না। তাই পূর্ব আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পেশাগত নৈতিকতা ও তার যথাযত অনুশীলন একদিকে যেমন পেশাদার এবং বৃত্তিজীবী উভয়ের সুখ-সমৃদ্ধির কারণ হতে পারে, তেমনই সমগ্র সমাজ-উত্তরণের সোপান হতে পারে।

টীকা ও তথ্যসূত্র:

i) 'পেশা' শব্দটি মূলত একটি ফারসি শব্দ।

ii) a type of job that needs special training or skill, especially one that needs a high level of education"— https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/-profession

iii) Wilbert E. Moore: *The Profession: Roles and Rules,* Russell Sage Foundation, New York, 1970, page—7-8

iv) সমাজবিজ্ঞানী আর্নেষ্ট গ্রীনউড পেশার পাঁচটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যে গুলি নিম্নরূপ: সুশৃঙ্খল তত্ত্ব, পেশাগত কর্তৃত্ব, সমাজের স্বীকৃতি, পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড এবং পেশাগত সংস্কৃতি বা সংগঠন। Warner Boehm এর মতে, জনকল্যাণমুখীতা, বিজ্ঞানভিত্তিক সুশৃংখল জ্ঞান ও তত্ত্ব, পেশাগত কর্তৃত্ব, সামাজিক স্বীকৃতি ও নৈতিক মানদণ্ড এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যদি কোনো বৃত্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে সেটিকে পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়।

v) যেমন, একজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় রোগীকে অপ্রয়োজনীয় প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে একজন আইনজীবী বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে একই সঙ্গে উভয়পক্ষকে আইনী সহায়তা দিতে পারেন না।

vi) পেশাগত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হচ্ছে সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন।

vii) Göran Collste, *Applied and Professional Ethics*, Kemanusiaan Vol. 19, No. 1, (2012), Linköping University, Linköping, Sweden, 17–33

viii) এমন কিছু সমস্যা প্রায়ই বিভিন্ন পেশায় আসে যা কেবল পেশাগত দক্ষতা দ্বারা সমাধান করা যায় না। বিভিন্ন পেশায় রত পেশাদারগণ যেসমস্ত সমস্যার সম্মূখীন হন সেগুলির বেশীর ভাগই technical, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি বৈজ্ঞানিক বা ব্যাবসায়িক-গণ্ডি অতিক্রম করে যায়।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী:

1) Singer, Peter. *Practical Ethics*, Cambridge University press, 2011
2) *Professional ethics* - Routledge Encyclopedia of Philosophy, https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/professionalethics/v-1
3) *Professional ethics* – https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_ethics
4) Professional responsibility – https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_responsibility
5) Göran Collste, *Applied and Professional Ethics*, KEMANUSIAAN Vol. 19, No. 1, (2012), 17–33
6) R.S. Naagarazan , *A Textbook on Professional Ethics and Human Values*, New Age International (P) Limited, Publishers , New Delhi , 2006
7) Antonio Argandoña , From Ethical Responsibility to Corporate Social Responsibility, https://www.researchgate.net/publication/228622284
8) E. Morscher et al. (eds.), *Applied Ethics in a Troubled World*, Kluwer Academic Publishers. 1998
9) Applied Ethics The Past, Present and Future of Applied Ethics, Center for Applied Ethics and Philosophy Hokkaido University, Kitaku ,Japan,2017
10) Göran Collste (ed.), *Perspectives on Applied Ethics*, Centre for Applied Ethics, Linköping, 2007
11) Corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard, satisfaction, and trust Eunil Park a, ⁎, Ki Joon Kim b , Sang Jib Kwon c, Journal of Business Research, https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.017
12) Syed Ibrahim, *Professional Ethics*, file:///G:/PE/Professional_Ethics%20PPT/Professional_Ethics%20(1)
13) গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিবিদ্যাঃ* সোমা বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৩
14) Moore, Wilbert Ellis: *The Professions: Roles and Rules,* Russell Sage Foundation, New York, 1970